দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৩

NOV. 20 2002

পরীক্ষার ধরন পাল্টান হচ্ছে

বিগত বছরগুলোতে এসএসসি পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা যে বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা রোধ করার বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হলেও তাও পরীক্ষামূলক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু নকলপ্রবণতা কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। পরীক্ষায় নকলকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেও তা বন্ধ করা কেন যাচ্ছে না, সে সম্পর্কে অনেক কথাই বলা যায়। নকল বন্ধের জন্য এ পর্যন্ত অনেক পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে এবং প্রতিবছরই নতুন নতুন পদ্ধতিরও অনুসরণ করা হয়ে থাকে কিন্তু নকল পরিস্থিতি বহাল তবিয়তে আছে। নকলের কুফল সম্পর্কে নকলবাজরা যদি সাবধান হয়ে যেত তাহলে প্রতিবছর নতুন নতুন নকলবিরোধ পন্থা, উপায় বের করার প্রয়োজন হত না। নৈতিকতাবিরোধী এই অবৈধ আচরণ কত ঘৃণিত ও লজ্জাজনক তা সত্যিকারভাবে অনুভব করা হলে, এই ব্যাধি মারাত্মক রূপ ধারণ করত না, কিন্তু সেই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া সহজ নয়। কেননা, শিক্ষাঙ্গনগুলোতেই যদি শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিকতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দেন এবং ভালভাবে তাদেরকে শিক্ষা না দেন, তাহলে নকলের মত গর্হিত অনৈতিক কাজ করতে তারা উৎসাহ পায় এবং পরীক্ষার হলে তারা নকল করাকে বেআইনী কাজ বলেও মনে করে না। ফলে নকল রোধের নব নব পন্থা অবলম্বন করেও তেমন কোন সুফল পাওয়া যায় না। নকল করা অন্যায়– এই শিক্ষা শিক্ষকগণই প্রদান করবেন এবং এই নৈতিক আদর্শ তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই অর্জন করবে আর এই শিক্ষা দিতে না পারা শিক্ষকদেরই অযোগ্যতা, ব্যর্থতা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রে পত্রিকান্তরে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, আগামী ২০০৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার ধরন পাল্টে যাচ্ছে। টেক্সট বই, নোট ও গাইড থেকে হুবহু প্রশ্ন থাকবে না। অন্যান্য ব্যবস্থার ন্যায় এটিও একটি নতুন ব্যবস্থা, পরীক্ষা করে দেখতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে নোট ও গাইড থেকে প্রশ্ন করার নিয়ম কবে কারা চালু করেছে, পূর্বে এরূপ নিয়ম ছিল বলে জানা যায় না। কেননা, নোট, গাইড ইত্যাদি নিষিদ্ধ বলেই সবাই জানেন, আর সেই নিষিদ্ধ নোট, গাইড থেকে যারা প্রশ্ন করার রীতি প্রবর্তন করেছে, মূলত নকল প্রসারে তাদের এই ভূমিকাও কম দায়ী নয়, যার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় নোট ও গাইড থেকে হুবহু প্রশ্ন না করার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে বলে প্রকাশিত খবর হতে জানা যায়। কিন্তু নকল প্রতিরোধে এটি কোন স্থায়ী নিয়ম হতে পারে না। যদি নোট, গাইড নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, কঠোরভাবে সেই আইন প্রয়োগ করতে হবে এবং ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত সুষ্ঠু পড়ালেখা নিশ্চিত করতে হবে ও টিউশন-কোচিং নির্ভর হয়ে মূল পাঠ্যবই নির্ভর হয়ে পড়তে হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ও তার ধরন পাল্টে যাওয়ার ফলে নকল প্রতিরোধে তার ভূমিকা কি হবে, এখন থেকে তা ভেবে দেখতে হবে, কেননা, শুধু পরীক্ষার ধরন পাল্টালে মূল সমস্যার সমাধান হবে না, এজন্য বাস্তব পদক্ষেপ হিসেবে লেখাপড়ার মান উন্নয়ন, নিষিদ্ধ বলে জ্ঞাত সকল নোট, গাইড-এর সাহায্যের পরিবর্তে শিক্ষকদের সাহায্যকে প্রাধান্য দিতে হবে। পরীক্ষার ধরন ঘন ঘন পরিবর্তন করলে কি কি নেতিবাচক দিক বের হয়ে আসতে পারে, সেদিকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হয়। পরীক্ষা পদ্ধতি এমনভাবে পাল্টানো উচিত যা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করবে। আমরা আশা করব, বর্তমান সরকার বিশেষভাবে শিক্ষার উন্নয়ন সংস্কারে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তা প্রশংসনীয়, পরীক্ষা ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন আনতে পারলে তা হবে অধিক আনন্দের বিষয়।